১৪-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি
"বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা-- যোগবলের দ্বারাই তোমাকে নিজের বিকর্মকে জয় করে বিকর্মজীত হতে হবে ।"

প্রশ্ন :- কি এমন চিন্তা-ভাবনা পুরুষার্থী বাচ্চাদের পুরুষার্থ হীন করে দেয়?

উত্তর :- যদি কোনও পুরুষার্থী এই চিন্তা করে থাকে যে, এখন তো অনেক সময় আছে, পরে দ্রুতগতিতে ঠিক করে নেবো । বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা, মৃত্যুর সময় কিন্তু নিশ্চিত করে কি কারো জানা আছে ! কাল, কাল করতে করতে মৃত্যু এসে গেলে উপার্জন কতটুকু হবে! এই জন্যই যতটা সম্ভব শ্রীমতে থেকে নিজের এবং অপরের কল্যাণ করতে থাকো । সময়ের কথা ভেবে পুরুষার্থ হীন হয়ে যেও না ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি । এই তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, নিরাকার, কখনো সাকারকে ছাড়া কোনো কর্ম করতে পারে না । কোনো পার্ট প্লে করতে পারে না। রুহানি বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা রুহানি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । যোগবলের দ্বারা সতোপ্রধান হতে হবে, আর বিশ্বের অধীশ্বর (মালিক) হতে হবে । এই সব তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, কল্প কল্প ধরে বাবা আসেন রাজযোগ শেখাতে-- ব্রহ্মার দ্বারা । আর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন, অর্থাৎ মনুষ্যদের দেবতা বানান । মানবরা যারা দেবী দেবতা ছিলেন, পবিত্র ছিলেন এবং তারাই আবার ৮৪ জন্মের পর পরিবর্তন হতে হতে পতিত হয়েছে । ভারত যখন পারসপুরী ছিল, সেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবই ছিল। এ হল পাঁচ হাজার বছরের কথা । বাবা তিথি, তারিখ সব কিছু দিয়ে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দেন । ওঁনার থেকে বড় তো কেউ নেই । সৃষ্টি বা বৃক্ষ যাকে কল্প বৃক্ষ বলা হয়, তার আদি- মধ্য - অন্ত এইসবের রহস্য বাবা আমাদের বুঝিয়ে দেন । ভারতের যে দেবী দেবতার ধর্ম ছিল তা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল ছবিগুলো রয়েছে । ভারতবাসী জানে যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। শাস্ত্রে যদিও ভুল আছে, বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে ছিলেন । বাবা এসে সব সংশোধন করে, রাস্তা দেখান । ওনাকে বলা হয় মুক্তি - জীবনমুক্তির পথ প্রদর্শক । সকলকে মুক্তি - জীবনমুক্তি দেবার জন্য একজনই আছেন, তিনি হলেন বাবা । ভারত যখন জীবনমুক্তিতে তখন বাকি আত্মারা মুক্তি ধামে, সেইজন্যই তাঁকে বলা হয় মুক্তি-জীবনমুক্তি । রচয়িতা হলেন একজনই । সৃষ্টিও একটি, পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোলও এক, যা পুনরাবৃত্ত হয়ে থাকে । সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর, কলিযুগ..... তারপর আবার সঙ্গমযুগ । কলিযুগ হল পতিত, সত্যযুগ হলো পবিত্র । সত্যযুগ যখন হবে, তার আগে নিশ্চয়ই কলিযুগের বিনাশ হবে । বিনাশের আগেই স্থাপনা হওয়া দরকার । সত্যযুগে স্থাপনা হবে না । ভগবান তখনই আসবেন যখন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে । বাবা খুব সহজ

পন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন, দেহ সহ দেহ সম্পর্কিত সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে দিতে হবে আর দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা হলেন ভক্তদের ফল প্রদাতা । ভক্তদের জ্ঞান প্রদান করেন-- পবিত্র হওয়ার জন্য । এই যোগ সবাইকে পবিত্র বানিয়ে দেয় । জ্ঞানের সাগর আসেন, একজনের মুখ দ্বারা জ্ঞান শোনতে। পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেন। এই সময় সমস্ত আত্মারা পতিত হয়ে আছে, এই জন্য বাবাকে ডাকা হয়, কেননা বাবা ছাড়া আর কেউ পবিত্র বানাতে পারবে না । পবিত্র করার জন্য পতিত- পাবনী গঙ্গা আছে, তাহলে আবার পতিত পাবন সীতারাম বলে ডাকা হয় কেন । বুদ্ধি তো বলে, পরমপিতা পরমাত্মা নিশ্চয়ই আবার নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করার জন্য আসবেন । কল্প বৃক্ষের আয়ুষ্কাল আছে, যা কিনা জড়জড়িভূত হয়ে যায়, . এই স্থিতিকে তমোপ্রধান বলা হয় । নতুন দুনিয়া বলা যাবে না, একে লৌহযুগ বলা হয় । এই সব কিছু তথ্য বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, অপরকে বোঝাবার জন্য । ঘরে ঘরে বার্তা দিতে হবে । এইভাবে বোলো না যে-- "পরমাত্মা এসেছেন" । খুব যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে, বোঝাতে হবে যে আমাদের দুইজন বাবা আছেন, একজন হলেন লৌকিক বাবা আর একজন হলেন পরলৌকিক বাবা । দুঃখের সময় পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করা হয় । সুখধামে কেউ পরমাত্মাকে স্মরণ করে না । সত্যযুগে, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্যে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা সব কিছু ছিল । বাবার বর্সা (উত্তরাধিকার) পেয়ে গেলে তাকে ডাকবে কেন? সেখানে কেবলই সুখ আর সুখ । বাবা তো দুঃখ দেবার জন্য দুনিয়া রচনা করেন নি । এটা তো পুর্ব পরিকল্পিত নাটক, যারা পার্ট পরে রয়েছে, তারা দু' চার জন্ম গ্রহণ করে । বাদবাকি সময় শান্তিধামে থাকবে । তবে এই নাটক থেকে কেউ বেরিয়ে যাবে, এমনটা হতে পারে না । তারা দু' একবার জন্ম নিতে পারে, বাকি সময় যেন মোক্ষতে । আত্মা হল অভিনেতা । কারোর অনেক উঁচু পার্ট আবার কারোর কম উঁচু পার্ট হয় । গাওয়াও হয়, ঈশ্বরের অন্ত কেউ পায় না । ঈশ্বর স্বয়ং এসে রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য- অন্ত-এর রহস্য বুঝিয়ে দেন । বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি, আমি যে দেহে প্রবেশ করি সে নিজের জন্মের বিষয়ে জানে না, আমি এর ৮৪ জন্মের গুহ্য কাহিনী বলে দিই, কোনো পার্টেরই পরিবর্তন হতে পারে না । কারণ এটা পূর্ব পরিকল্পিত নাটক। এটা কারও বুদ্ধিতে আসে না । বুদ্ধি তখনই ধরতে পারবে যখন পবিত্র হয়ে বুঝবে । এইসব ভালোভাবে ও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হলে সাতদিন অবধি ভাট্টিতে(Furnace) বসতে হবে ।ভাগবত ইত্যাদির পাঠও সাতদিন রাখে। কেউ সাত দিনেই ভালোভাবে বুঝতে পারে, আবার কেউ বলে আমাদের বুদ্ধিতে কিছু ঢুকছে না । তাদের উচ্চ পদ নেই, তো বুদ্ধিতে কেমন করে ধরবে । আচ্ছা, তাহলেও তাদের কল্যাণ হল, তাই না । প্রজা তো এই ভাবেই হয়, তারপর যেমন পরিশ্রম করবে তেমনই রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । এবার স্মরণ করা না করা নিজের ওপর নির্ভর করে ।এটা কেবল বাবার নির্দিষ্ট নির্দেশ । প্রিয় জিনিসের কথা সব সময় স্মরণে থাকে, তাই না! ভক্তি মার্গে বলা হয়, হে! পতিত পাবন এসো ! এখন তোমরা তাঁকে দেখেছো । বলা হয় যে, আমাকে স্মরণ করলে সব জং দূর হয়ে যাবে ।

সাম্রাজ্য কি এমনিই পাওয়া যাবে ! স্মরণেই যা পরিশ্রম । অনেক বেশী স্মরণ যারা করে, তারাই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে । বাবাকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । যোগবলের দ্বারাই বিকর্মজীত হতে হবে । লক্ষী নারায়ণ এতো পবিত্র কি করে হলেন? এখন যখন কলিযুগের অন্তিমে কেউই পবিত্র নেই । এখন তো গীতা জ্ঞানের অধ্যায় সব পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । শিব-ভগবানুবাচ----প্রত্যেকেই ভুল করতে থাকে । আমি এসে সবাইকে নির্ভুল বানিয়ে দিই । ভারতে যত শাস্ত্র আছে, সবই ভক্তি মার্গের। বাবা বলেন— "আমি যা কিছু বলেছি তা কারও জানা নেই । যারা আমার জ্ঞান শুনেছে, তাদের ২১ জন্মের প্রালব্ধ লাভ হয়েছে, তারপর আবার সেই জ্ঞান অবলুপ্ত হয়ে যায় । তোমরা চক্র পরিক্রমা করে আবার এই জ্ঞান শুনছো ।"

তোমরা জান যে, তোমরা সেই বৃক্ষের চারাগাছ (Sapling) লাগাচ্ছ, মানুষ থেকে দেবতাতে পরিণত করার। এ হলো দৈবী বৃক্ষের চারাগাছ ।সাধারণ মানুষ তো ওই সব বৃক্ষের" কলম" লাগাতে থাকে । বাবা এসে এই দুই-এর বৈষম্য (contrast) বুঝিয়ে দেন । তোমরা তো দেখিয়ে দাও যে, ওদের কি পরিকল্পনা আছে আর তোমাদের কি পরিকল্পনা করা হয়েছে । ওরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে যাতে দুনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায় । বাবা তোমাদের একটা সুন্দর বিষয় বলেন যে, অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে, আর দেবী দেবতাদের ফ্যামিলির প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে । সত্যযুগে একটাই আদি সনাতনী দেবী দেবতাদের ফ্যামিলি ছিল, আর অন্য অনেক ফ্যামিলিও ছিল না । এই সময় ভারতে কত কত ফ্যামিলি আছে । গুজরাতি ফ্যামিলি, শিখ ফ্যামিলি,... বাস্তবে ভারতে একটাই ফ্যামিলি হওয়া উচিত । অনেক ফ্যামিলি হলে পরে অশান্তি শুরু হয় । তারপর সম্প্রদায়িক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফ্যামিলিতেও সম্প্রদায়িকতা হয়ে থাকে । যেমন খৃষ্টানদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোন মিলমিশ নেই, ওদের দুই ভাইয়ের সাথে একমত হতে পারে না । ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যায় । এমনকি জলেরও বন্টন করা হয় । আবার শিখ ধর্মাবলম্বী যারা, তারা দাবি করে যে, তারা তাদেরকে অনেক সুখ, শান্তি দিতে পারে, যারা এই ধর্মের অনুসারী । হঠকারিতা করে ফেলে । মাথা চাপড়াতে থাকে । যখন অন্তিম সময় উপস্থিত হয় তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে থাকে । বিনাশ তো অবশ্যই হবে । প্রচুর বোমা বানানো হয়েছে । যখন বড় যুদ্ধ হয়েছিল তখন দুটো বোমা ছোঁড়া হয়েছিল । এখনও পর্যন্ত অনেক বানানো আছে । এই হল বোঝবার কথা । তোমাদের বুঝতে হবে যে এটা হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ । বড় বড় লোকেরাও বলতে থাকে, যদি যুদ্ধ বন্ধ না করা হয়, তাহলে পুরো দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে । তোমরা তো জানো যে, আগুন তো লাগবেই ।

বাবা আদি সনাতন দেবী দেবতাদের ধর্মের স্থাপনা করেন । রাজযোগ হল সত্যযুগের শিক্ষা। দৈবী ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে গেছে, তাই আবার স্থাপন করেন । এখন কলিযুগ এরপর সত্যযুগ আসবে । এখন কলিযুগের বিনাশের জন্য মহাভারতের মহাযুদ্ধ হবে । এই সব খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে ও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । কেননা মানুষ হল আসুরী সম্প্রদায়, ফলে খুব সাবধানে থাকতে হবে । কল্প পূর্বে আগের মত যা বিঘ্ন ঘটবার

তা তো ঘটবে । এটা তো পুর্ব পরিকল্পিত নাটক । আমরা তো বদ্ধ হয়ে আছি । স্মরণের যাত্রা কখনো ভুলবে না । গান আছে না - - - রাত্রির পথিক ক্লান্ত হয়ে পড়ো না..... এর অর্থ কেউ বুঝতে পারে নি । রাত্রি ফুরিয়ে দিন আসছে । অর্ধ কল্প সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার সুখের সময় শুরু হবে । বাবা মনমনাভব-র অর্থ বুঝিয়েছেন। শুধুমাত্র গীতাতে কৃষ্ণের নাম দেওয়ার কারণে সেই শক্তি দেখা যায় না । কৃষ্ণকে সর্ব শক্তিমান বলা যায় না । তিনি তো পুরো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন এই জন্যই গীতাতে সেই শক্তি থাকে না । এখন আমরা সকল মানুষের কল্যাণ করছি । কল্যাণকারী যে হবে সেই বাবার বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করবে । স্মরণের যাত্রা ছাড়া কল্যাণ হতে পারে না । এই সময় সব বিপরীত বুদ্ধিতে আছে । বলা হয় যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী । তোমাদের বোঝাতে হবে যে উনি হলেন পারলৌকিক(বেহদ) বাবা । বেহদের বাবার থেকেই ভারতবাসী বেহদের বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করে । ভারতবাসী ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে । তোমরা এখন বাস্তবরূপ দেখছো, তোমরা তো জ্ঞান শুনেই আসছো আগের থেকে। দিন প্রতিদিন তোমার কাছে নতুন নতুন লোকজন আসতে থাকে । এখন যদি কোনও মহৎ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আসে তাহলে তোমার অবস্থা (আওয়াজ) সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়ে যাবে। গোলমাল যাতে না হয় তাই খুব আস্তে আস্তে বিচার বিবেচনা করে চলতে হবে । এ হল গুপ্ত জ্ঞান, কেউ যেন জানতেও না পারে যে কি করা হচ্ছে । ভক্তি মার্গে দুঃখ আছে, জ্ঞান মার্গে সুখ আছে । রাবণের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হয়ে চলেছে, এটা তোমরাই জানো, আর কেউ জানতে পারে না । ভগবানুবাচ-"তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে গেলে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ বিনাশ হয়ে যাবে । পবিত্র হও, তাহলে সাথে করে নিয়ে যাব। " মুক্তি তো সবারই হবে । সবাই রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।তোমরা বলো যে,একমাত্র শিব শক্তি, ব্রহ্মা কুমার - কুমারীরা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার স্থাপনা করে, পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত অনুসরণ করে, পুর্ব কল্পে যেমন দুনিয়া ছিল ঠিক তেমনই । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল, এই সব বুদ্ধিতে গেঁথে যাওয়া উচিত । প্রধান প্রধান পয়েন্ট যখন বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যাবে, তখনই স্মরণের যাত্রায় থাকা সহজ হবে । কেউ কেউ ভাবে যে, এখনও তো সময় আছে, পরে পুরুষার্থ করলেই হবে । কিন্তু মৃত্যুর কোনো নিয়ম, সময় নেই । কাল যদি মৃত্যু হয় তো ! এই জন্যই এমন ভেবো না যে অন্তিম সময়ে দ্রুতগতিতে সব করে নেবো । এই রকম চিন্তা ভাবনা আরও অধঃপতন করে দেবে । যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করে যেতে হবে ।

শ্রীমত অনুসরণ করে প্রত্যেককে নিজের কল্যাণ নিজেকেই করতে হবে । নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে, কতটা বাবাকে স্মরণ করতে পারছি আর বাবার সার্ভিস কত করতে পারছি । তোমরা হলে ঈশ্বরের রুহানি (আত্মিক) সাহায্যকারী তোমরা আত্মাদের উদ্ধার(salvage) । করো ।আত্মা পতিত থেকে পবিত্র কেমন করে হবে, সেই পথ দেখিয়ে দাও । কৃষ্ণকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । উনি তো প্রিন্স ছিলেন, উনি প্রালব্ধ ভোগী, ওনার মহিমা গুনগান করার দরকার নেই । দেবতাদের মহিমা দিয়ে কি হবে!

হ্যাঁ, জন্মদিন তো সবাই পালন করে । এটা তো কমন(common) কথা । তাছাড়া, উনি কি করছেন, সিঁড়ি দিয়ে নেমেই তো এসেছেন । ভালো মানুষ এবং মন্দ মানুষ দুটোই হয়ে থাকে । প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে । এই হলো বেহদের কথা । মুখ্য শাখা প্রশাখা ও ক্ষুদ্র ডালপালা গোনা যেতে পারে । কিন্তু পাতা তো অগুনতি , সেটা তো তোমরা গুনে শেষ করতে পারবে না । বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা পরিশ্রম করো, সবাইকে বাবার পরিচয় করিয়ে দাও, তাহলে বাবার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ যুক্ত হয়ে থাকবে । বাবা বলছেন-- সবাইকে বলো যে-- পবিত্র হও, তাহলেই মুক্তি ধামে যেতে পারবে । দুনিয়া তো জানে না যে, মহাভারতের যুদ্ধে কি হয়েছিল । এখানে তো আহুতির যজ্ঞ রচনা করা হয়েছিলো, কেননা নতুন দুনিয়ার দরকার । আমাদের যজ্ঞ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন সবাই এই যজ্ঞে স্বাহা (আহুতি) হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) আদরের বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-
১) ঈশ্বরের কাজের জন্য সত্যকারের সাহায্যকারী হয়ে প্রত্যেক আত্মাদের উদ্ধার (salvage) কার্যের সেবা করতে হবে । সবার কল্যাণ করতে হবে । সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে ।

২) অত্যন্ত ভালোবাসার বস্তু(বাবা)কে স্মরণ করতে হবে । পুর্ব পরিকল্পিত নাটকে অটল থাকতে হবে । বাধা-বিঘ্ন এলে ঘাবড়ে যাবে না ।

বরদান :- সহজযোগকে নিজের স্বাভাবিক স্বভাব বানানো, প্রতিটি বিষয়ে যথাযথ ও নিখুঁত ভবঃ(হও) ।
তোমরা যেমন বাবার সন্তান এতে কোনো পারসেন্টেজ(হিসাব) নেই, সেইরকমই সহজযোগী বা যোগী হওয়ার অবস্থায় এই পারসেন্টেজ বা হিসাব সমাপ্ত হওয়া দরকার ।
স্বাভাবিক (ন্যাচারাল) স্বভাবের হয়ে যেতে হবে । এমন কিছু বিশেষ স্বভাব আছে যা আমরা না চাইলেও তার বশবর্তী হয়ে যেতে হয় । এতে এটা স্বভাব হয়ে যায় । কি করবো, কেমন করে যোগ করবো - - এই সব সংশয় সমাপ্ত হয়ে গেলে, প্রত্যেকটা বিষয়ে নিখুঁত ও যথাযথ হয়ে যাবে । পারফেক্ট (নিখুঁত) অর্থাৎ এফেক্ট (ফলাফল) আর ডিফেক্ট (দোষ ত্রুটি) এর অনেক উপরে বা ছাড়িয়ে ।

স্লোগান :- সহ্য যদি করতে হয় তাহলে খুশী খুশী করো, বাধ্য হয়ে নয় ।